যুগান্তর

10 MAY 2017

'মোড়লগিরি'তে অশান্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

মোস্তফা কামাল আহমেদ, *খুলনা ব্যুরো*

কয়েকজন শিক্ষকের 'মোড়লগিরি'তে অশান্ত হয়ে উঠেছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (খুবি)। কারণে-অকারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর খবরদারি এবং তাদের বরখাস্ত করাসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে এসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য প্রফেসর ড. ফায়েক উজ জামানও তাদের দাপটের কাছে রীতিমতো অসহায়।

একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা। ওইদিন খুবির শহীদ মিনারে নিয়ম অনুযায়ী উপাচার্য প্রথমে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এরপর একে একে শিক্ষক সমিতি, স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদসহ বিভিন্ন ডিসিপ্লিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল, বিভিন্ন সংগঠন ও ডোনার ক্লাব পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে। সবশেষে অফিসার্স কল্যাণ পরিষদকে ফুল দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। এতে অফিসারদের মধ্যে কেউ কেউ এটাকে অবমূল্যায়ন বলে সেখানে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান। এ ঘটনার পরদিন প্রতিক্রিয়া জানানোর অপরাধে তিনজন কর্মকর্তাকে শোকজ করা হয়। এর মধ্যে উপাচার্যের সচিব হাওলাদার আলমগীর হাদীকে শোকজের পাশাপাশি সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। এক্ষেত্রে তার অতিরিক্ত অপরাধ— উপাচার্যের সামনে থাকা অবস্থায় তিনি শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. সরদার শফিকুল ইসলামের ফোন রিসিভ করেননি।

কয়েকজন শিক্ষকের কাছে অসহায় উপাচার্য

এ ব্যাপারে প্রফেসর ড. সরদার শফিকুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, 'ফোন রিসিভ করা-না করার কোনো বিষয় নেই। অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করায় উপাচার্যের সচিব হাওলাদার আলমগীর হাদীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।'

এ ব্যাপারে উপাচার্য প্রফেসর ড. ফায়েক উজ জামান বলেন, 'পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য আমি সাময়িক বরখাস্ত করতে বাধ্য হয়েছিলাম।'

এর আগে স্থাপত্য ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক প্রফেসর ড. আফরোজা পারভীনকে নিজ হাতে পানি না দেয়ায় আইন স্কুলের সেকশন অফিসার চন্দনাকে গত বছরের ২৯ নভেম্বর সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। এখনও তিনি বরখাস্ত আছেন। তার কথিত অপরাধের তদন্তে গঠিত কমিটি প্রায় ৬ মাসেও তদন্ত রিপোর্ট না দিয়ে বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখেছে। ফলে কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষোভ বেড়েছে।

এ ব্যাপারে চন্দনা বলেন, 'আফরোজা ম্যাডাম পানি চাইলে আমি সঙ্গে সঙ্গে পিয়নকে গ্লাস পরিষ্কার করে পানি দিতে বলি। এতে আমার কোন দাফতরিক অপরাধ হয়েছে, তা আমি বুঝতে পারলাম না। কারণ কর্তৃপক্ষ আমাকে পানি ঢেলে দেয়ার চাকরি দেয়নি। অথচ একজন শিক্ষিকাকে নিজ হাতে পানি না দেয়ার 'অপরাধে' ৬ মাস ধরে আমাকে বরখাস্ত করে রাখা হয়েছে।'

গত মাসে শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর ড. আহমেদ আহসানুজ্জামান তুচ্ছ ঘটনায় ফজর আলী নামে এক কর্মচারীকে মারধর করেন। এতে ওই কর্মচারী স্ট্রোক করেন এবং ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

'মোড়লগিরি'তে অশান্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে স্থানীয় পত্রিকায় খবর
প্রকাশিত হয়। এ ব্যাপারে ড. আহমেদ আহসানুজ্জামান বলেন, 'এ ধরনের কোনো ঘটনাই
ঘটেনি। ওই দিন অতিরিক্ত গরমে ফজর আলী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এ কারণে তাকে
হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর ফজর আলী নিজেই
এর প্রতিবাদ করে বলেছে যে, এটা সত্য নয়।' তবে কর্মচারীদের মধ্যে গুঞ্জন রয়েছে, ফজর
আলী চাকরি হারানোর ভয়ে সত্য গোপন করেছেন। খুবির শিক্ষক-কর্মকর্তারা যাতায়াতের
সময় একসঙ্গেই গাড়িতে চড়তেন। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর শিক্ষক-কর্মকর্তাদের
গাড়ি পৃথক করে দেয়া হয়েছে। শিক্ষকদের কোনো গাড়ির আসন শূন্য গেলেও কর্মকর্তারা
আর সেসব আসনে বসতে পারছেন না। গাড়ি পৃথক করায় শুধু জালানি বাবদই বছরে প্রায়
২০ লাখ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে কর্তৃপক্ষের, যা রাষ্ট্রীয় ক্ষতি। এ বিষয়ে শিক্ষক সমিতির
সভাপতি প্রফেসর ড. সরদার শফিকুল ইসলাম বলেন, 'গাড়িতে জায়গা সংকুলান না হওয়ায়
পৃথক করে দেয়া হয়েছে।' এদিকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা সামাজিকবিজ্ঞান স্কুলের
আওতাধীন হলেও রসায়নের শিক্ষককে গণযোগাযোগ বিভাগের প্রধান (ভারপ্রাপ্ত) করা হয়েছে।
অন্যদিকে শিক্ষক সমিতির বর্তমান সভাপতি একই সঙ্গে হল প্রভোস্ট, রেজিস্ট্রার আবার সিন্ডিকেট
সদস্য। সার্বিক বিষয়ে উপাচার্য প্রফেসর ড. ফায়েক উজ্জ জামান বলেন, 'পরিস্থিতি শান্ত রাখতে
শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের গাড়ি পৃথক করে দেয়া হয়েছে।' অনেক যোগ্য শিক্ষক থাকতে কোনো
কোনো শিক্ষক ২-৩টি করে দায়িত্বে কীভাবে আছেন জানতে চাইলে ভিসি বলেন, 'এটা অনেকটা
নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।' খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় চালান ৩-৪ জন শিক্ষক, বিশেষ করে শিক্ষক নিয়োগ
বোর্ড, কর্মকর্তা নিয়োগ বোর্ড, কর্মচারী নিয়োগ বোর্ডসহ সব তদন্ত কমিটিতে তাদের থাকা চাই—
এমন প্রচারণার বিষয়ে জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন, 'বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কিছু মানুষের ওপর
নির্ভর করতে হয়। পরিস্থিতির কারণে আমাকেও কিছু মানুষের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।'